একক ৫ ❐ বর্গীকরণ বিধি (Conons)

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ ডবলু সি. বি. সেয়ার্স
৫.৩ এইচ.ই.ব্লিস
৫.৪ এস. আর. রঙ্গনাথন
৫.৪.১ ভাবতলীয় বিধি
৫.৪.২ বাক্‌তলীয় বিধি
৫.৪.৩ সাংকেতিক চিহ্নতলীয় বিধি
৫.৫ অনুশীলনী
৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ প্রস্তাবনা

গ্রন্থবর্গীকরণের বৈয়াকরণরূপে খ্যাত ডবলু সি বি সেয়ার্স প্রথম 'বর্গীকরণ বিধি' শব্দটি ব্যবহার করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার বিধিসমূহ পরীক্ষা করে তিনি 1915 -তে 'canons of classification' নামে প্রকাশ করেন। রঙ্গনাথন বর্গীকরণের এই তত্ত্বে এক সম্পূর্ণ অভিনব মাত্রা যোগ করেন। বস্তুত রঙ্গনাথন সেয়ার্সের বিধি নিয়ে বিশদীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব রকমে বিধি প্রবর্তনও করেন। যথাযথভাবে কার্যকর, বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বইয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সমস্ত উপাদান বা অংশ পাওয়া যায়, যথার্থ কার্যকরী বর্গীকরণ পদ্ধতিতে যে সমস্ত মৌলিক ধারণাসমূহের তালিকা করা হবে—রঙ্গনাথন প্রবর্তিত বিধিসমূহ এই মৌলিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের একাধিক শাখাবিশিষ্ট বইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

হেনরী ইভলীন ব্লিস বত্রিশটি নীতির কথা বলেন। 'Organisation of knowledge in libraries and the subject approach to books' (1933) গ্রন্থটিও তাঁর বর্গীকরণতত্ত্বের এক মূল্যবান দলিল। বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রবর্তিত ভিন্ন ভিন্ন নীতির অবতারণা অতিদীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনাহেতু সেয়ার্স, ব্লিস ও রঙ্গনাথন প্রবর্তিত বিধিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

৫.২ ডবলু. সি. বি. সেয়ার্স

সেয়ার্স নিজে কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেননি—বর্গীকরণতত্ত্বের অন্যান্য প্রবক্তাদের তত্ত্বগুলি সুবিন্যস্ত করে ঊনত্রিশটি বিধির অধীনে আনা চেষ্টা করেন। এই বিধিগুলি ছয়টি ভাগে বিভক্ত :

১. সংজ্ঞার্থ (Definition) (6টি বিধি) : বিভিন্ন মানসিক ধারণার বা বিভিন্ন বস্তুর সাদৃশ্যের উপলব্ধি এবং সেই সাদৃশ্য বা একত্বের ভিত্তিতে সেসব ধারণা বা বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের বৌদ্ধিক প্রক্রিয়াই বর্গীকরণ। বস্তুজগতে বিদ্যমান সাদৃশ্যকে বর্গীকরণে বলা হয় বৈশিষ্ট্য।

২. বিভাজন (7টি বিধি) : বিভাজন হল সাদৃশ্যের তারতম্যের ভিত্তিতে সমবস্তুর একত্রীকরণ এবং বৈসাদৃশ্যের তারতম্য অনুযায়ী বস্তুর পৃথকীকরণ। যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তুপুঞ্জের বিভাজন করা হয় তা স্বাভাবিক হতে পারে, আবার কৃত্রিমও হতে পারে। অধিকতর সংখ্যক এবং অল্পতর গুণসম্পন্ন বস্তুর দিকে বিভাজনের গতি। বিভাজন প্রক্রিয়াটি হওয়া উচিত ক্রমিক। যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভাজন করা হয়, প্রতিটি পর্যায়েই তাকে হতে হবে সঙ্গতিপূর্ণ।

৩. পদ (4টি বিধি) : বর্গীকরণ প্রক্রিয়ায় পদের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। একটি পদ একটি শ্রেণীর বাচক। পদ কখনই অনেকার্থবোধক, তুলনামূলক বা মূল্যায়নমূলক হবে না।

৪. গ্রন্থ বর্গীকরণ (4টি বিধি) : বইয়ের বিষয় অথবা রূপ অথবা দুই-ই বা অন্য কোনো স্বীকৃত যুক্তিসম্মত ক্রম অনুযায়ী বই সাজানোর জন্য এই বিধির উদ্ভাবন। সাধারণভাবে এগুলি অবশ্যই সামান্য প্রকৃতির হবে, তবে বিশেষভাবে কোনো বিশেষ বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তৈরি করা যেতে পারে। নতুন নতুন বিষয় অথবা পুরানো বিষয়ের নব নব উপবিভাগের জন্য যথেষ্ট অবকাশ থাকা এবং উপযুক্ত সহায়কের সমাবেশ আবশ্যক।

৫. নোটেশন (5টি বিধি) : নোটেশন হল বিধিসম্মতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গতক্রমে বিন্যস্ত শ্রেণীনামবোধক সংকেত চিহ্নমালা। নোটেশন যে কোনো প্রতীক চিহ্ন দিয়ে গঠিত হতে পারে—তবে তা সংক্ষিপ্ত, সহজ, নমনীয় এবং স্মৃতিসহায়ক হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত মুখ্যশ্রেণীর জন্য বর্ণমালা এবং মুখ্যশ্রেণীর উপবিভাগরে জন্য অক্ষরের সঙ্গে সংখ্যার ব্যবহার অধিক প্রচলিত।

৬. গ্রন্থবর্গীকরণ পদ্ধতি (3টি বিধি) : বর্গীকরণ পদ্ধতি বিষয়ের পূর্ববর্তিতার ক্রম অনুসারে স্তম্ভাকার সারণিতে মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন। পদ্ধতিটির প্রয়োগ ও প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা থাকা একান্ত দরকার। নিরন্তর অনুশীলন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে বর্গীকরণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ আবশ্যক।

৫.৩ এইচ. ই. ব্লিস

গ্রন্থবর্গীকরণের গঠন হওয়া উচিত যুক্তিসম্মত ও সুসঙ্গত—এই হল ব্লিসের মৌলিক অভিমত। ভিন্ন ভিন্ন বর্গ বা শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্ক বর্গীকরণের গঠনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কোনো শ্রেণীকে উপশ্রেণীসমূহে বিভক্ত করার সময় নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে করতে হবে। সমান্তরাল শ্রেণীসমূহের প্রতিটি সদস্যেরই সাধারণ সাদৃশ্য থাকবে।

ব্লিসের মূল ধারণাগুলি এভাবে বিবৃত করা যেতে পারে :

১. ঐকমত্য (Consensus) : বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদদের অভিমতপ্রসূত যে জ্ঞানের জগৎ, বর্গীকরণকে হতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গতিশীল। ব্লিস এর নাম দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাগত ঐকমত্য।

২. অধীনতা (Subordination) : বিশেষ কর্তৃক সামান্যের অধীনতা এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রমবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিশেষ কর্তৃক সামান্যের অধীনতার নীতিকে ক্রমহ্রাসমান প্রসারণ নীতি বলা হয়েছে। বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বিষয়ের বিন্যাসে সামান্য থেকে বিশেষে যাওয়ার ক্রমের প্রতিফলন থাকা বিধেয়।

সমপর্যায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় যুক্তিসম্মতভাবে বিন্যস্ত করার জন্য নির্ভরতার সূত্রে ক্রমাগ্রসর নীতির অবতারণা। কোনো কোনা বিষয় অপর বিষয়ের গবেষণাকর্মের উপর নির্ভরশীল। যেমন—রসায়নবিদ্যার কোনো কোনো বিভাগ আংশিকভাবে পদার্থবিদ্যার গবেষণা-নির্ভর ; অতএব রসায়নবিদ্যা পদার্থবিদ্যার পরে আসবে। সমপর্যায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রমবিন্যাস সহায়ক্রম প্রাপ্তির অনুকূল।

৩. সহ-অবস্থান (Collocation) : পরস্পর দৃঢ়সম্পন্ন একজাতীয় বিষয়গুলি একত্র সন্নিবিষ্ট করা বিশেষ প্রয়োজন সহ-অবস্থান সাধারণত সমপর্যায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রযোজ্য।

৪. বিকল্প অবস্থান (Alternative locations) : কতকগুলি বিষয়ের বিন্যাসের বিকল্প সংস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যবহারিক সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সঙ্গতিপূর্ণ ক্রমের অবকাশ আকাঙ্ক্ষিত।

৫. নোটেশন বা সাংকেতিক চিহ্ন : নোটেশন বর্গীকরণ সাপেক্ষ এবং বর্গীকরণের সম্পূরক সাংকেতিক চিহ্ন হওয়া উচিত সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং প্রভূত গ্রহণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্মৃতিসহায়ক। সাংকেতিক চিহ্নাবলীর সংশ্লেষাত্মক গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

6. নির্দেশিকা (Index) : বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা কোনোমতেই সুগঠিত, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বর্গীকরণের বিকল্প হতে পারে না। তথাপি নির্দেশিকা অত্যাবশ্যক। সম্বন্ধসূচক বিষয় নির্দেশিকা বিশেষ উপযোগী।

৫.৪ এস. আর. রঙ্গানাথন

ড. এস. আর. রঙ্গানাথন 'প্রোলোগোমনা টু লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন' গ্রন্থে গ্রন্থবর্গীকরণের সমগ্র তত্ত্বটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

1. সাধারণ বর্গীকরণতত্ত্ব ; 2. জ্ঞানের বর্গীকরণতত্ত্ব ; 3. নথিবর্গীকরণ তত্ত্ব।

সাধারণ বর্গীকরণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে যখন প্রায়োগিক সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন সমগ্র ব্যাপারটি ত্রিতলীয় কর্মচক্রে বিন্যস্ত হয়ে পড়ে : 1. ভাবতল (Idea plane), 2. বাক্‌তল (Verbal plane), 3. চিহ্নতল (Notational plane)। রঙ্গানাথন মোট 43টি বিধি উদ্ভাবন করেছেন। বলাবাহুল্য বিধিগুলি উল্লিখিত 3টি তলের আশ্রয় নিয়েছে :

১. ভাবতলীয় বিধি (১৫টি বিধি)

২. বাক্‌তলীয় বিধি (৪টি বিধি)

৩. সাংকেতিক চিহ্নাতলীয় বিধি (২৪টি বিধি)

৫.৪.১ ভাবতলীয় বিধি (Canons for Idea Plane)

ভাবতলীয় বিধির ক্ষেত্রে প্রত্যেক বর্গপদ্ধতিতে রয়েছে পাঁচটি অন্তর্লীন ধারণা। কাজেই 15টি বিধিকে 5টি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. বৈশিষ্ট্য (4)

২. বৈশিষ্ট্য পরম্পরা (3)

৩. বর্গসারি '4'

৪. বর্গশৃঙ্খল (2)

৫. সম্বন্ধ পরম্পরা (2)

১. বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

এমন কতকগুলি গুণ বা ধর্ম যাদের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য-এর উপর ভিত্তি করে বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হত। এই সূত্রে চতুর্বিধ বিধি স্মরণীয়।

(ক) পৃথকীকরণ বিধি (Canon of differentiation) : এমন এক বৈশিষ্ট্য যা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে অন্তত দুটি বর্গের উদ্ভব ঘটায়। যেমন—উচ্চতা এমন এক বৈশিষ্ট্য যা মনুষ্য সাধারণকে স্বতন্ত্র করে।

(খ) প্রাসঙ্গিকতার বিধি (Canon of relevance) : এমন বৈশিষ্ট্য যা প্রাসঙ্গিক ভাবেই বর্গীকরণের ক্ষেত্রে ভিত্তিস্বরূপ হতে পারে। লাইব্রেরিতে বইয়ের বর্গকরণ করতে গিয়ে ভাষা, প্রকাশকাল, লেখক—এদের যে-কোনোটি অবলম্বিত হতে পারে। এদের সবগুলিই বর্গীকরণের ভিত্তি রচনায় প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেলাই, বাঁধাই—এসব প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে না।

(গ) নির্ণয়যোগ্যতার বিধি (Canon of ascertainability) : বর্গীকরণ করতে গিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যকেই ভিত্তিস্বরূপ গণনার মধ্যে আনা হবে যার নিশ্চিতরূপে নির্ণয়যোগ্যতা আছে। বিশ্বের সমুদয় নাট্যকারকে বর্গবন্ধ করতে হলে জনসনকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে—কারণ সকলেই নিশ্চিতরূপে জন্মেছেন। কিন্তু মৃত্যুবৎসর গণনার মধ্যে আনা যাবে না। কারণ জীবিত নাট্যকারদের ক্ষেত্রে মৃত্যুবৎসর নিশ্চিত নয়।

(ঘ) স্থায়িত্বের বিধি (Canon of permanece) : সেই বৈশিষ্ট্যকেই বর্গীকরণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে যার মধ্যে আছে অপরিবর্তনীয়তা বা স্থায়িত্বের আশ্বাস। পৃথিবীর দেশসমূহকে যদি বর্গবন্ধ করতে হয় তাহলে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করা যায়। কারণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য চট করে পাল্টে যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোকে ভিত্তি করতে বারে বারে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে বদল আনতে হয়। এখানে স্থায়িত্বের আশ্বাস কম।

২. বৈশিষ্ট্য পরম্পরা (Succession of Characteristics)

বৈশিষ্ট্য পরম্পরা সংক্রান্ত তিনটি বিধি আছে। যখন দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্য বর্গীকরণের ভিত্তি রচনা করে তখন বৈশিষ্ট্যের পরম্পরা নির্ণয়ের প্রয়োজন ঘটে। এই মর্মের তিনটি বিধি :

(ক) সহবিদ্যমানতার বিধি (Canon of Concomitance) : কোনো দুটি বৈশিষ্ট্যের সহভাবী হওয়া চলবে না। তাহলে দুটি বৈশিষ্ট্য একই উপবিভাগ সৃষ্টি করবে। বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের সময় এরকম একই উপবিভাগ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করতে হবে। যেমন বয়স ও জন্মদিনকে একই সঙ্গে বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করলে তারা একই উপবিভাগের সৃষ্টি করবে। বরং বয়স এবং উচ্চতাকে একই সঙ্গে বর্গীকরণের ভিত্তি-বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করলে তারা দুটি স্বতন্ত্র উপবিভাগের জন্ম দেবে।

(খ) প্রাসঙ্গিক পারম্পর্যের বিধি (Canon of relevant succession) : বর্গীকরণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বৈশিষ্ট্যের নির্ণয়ের সময় তার পারম্পর্যের প্রাসঙ্গিকতার দিকটিও খতিয়ে দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : ডিভিসিতে ভাষা, রূপবন্ধ, কাল এবং লেখক—এই হল সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী বর্গীকরণের সর্বোত্তম প্রাসঙ্গিক পারম্পর্য।

(গ) সঙ্গতিপূর্ণ ক্রমের বিধি (Canon of consistent succession) : নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সবসময়ই বজায় রাখতে হয়ে সঙ্গতিপূর্ণ একটি ক্রম। বৈশিষ্ট্য ও পারম্পর্য—উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্গতি থাকা চাই। যখন পারম্পর্য একবার নির্ণীত এবং পরিগৃহীত হয় তখন তা থেকে সরে আসার প্রশ্ন আসে না—অবশ্য যতক্ষণ না বর্গীকরণের উদ্দেশ্য পাল্টে যায়। উদাহরণস্বরূপ ডিভিস-র প্রধান একটি শ্রেণী ইতিহাসকে ধরা যেতে পারে। সেখানে ভৌগোলিক এবং যুগপত বৈশিষ্ট্যকে বিভাজনের স্থান ও কালগত পারম্পর্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

এই তিনটি সূত্রই সাধারণ জ্ঞানগম্যি হিসেবে পাওয়া। এগুলি সর্বদাই গ্রহণযোগ্য—কখনোই অন্যথা করা উচিত নয়।

৩. সারি

বিশ্বপর্যায়ে যখন কোনো কিছুর বর্গীকরণ করা হয় শুধুমাত্র একটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তখন প্রাপ্ত বর্গগুলিকে পর্যায় অনুযায়ী পরম্পরা বজায় রেখে সাজানোকেই সারি বা 'অ্যাবে' বলে।

সারি বিন্যাসের সময় অবশ্যই অনুসৃত হবে যৌক্তিক ক্রম। এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে চারটি বিধি। যেমন:

(ক) ব্যাপকতার বিধি (Canon of Exhaustivenness) : সারিনিবদ্ধ বর্গসমূহ এবং পর্যায়নিবদ্ধ বিশ্লিষ্ট ধারণা বা আইসোলেটগুলি যথাসম্ভব ব্যাপক হবে। অর্থাৎ উপবিভাগগুলি যথেষ্ট সংখ্যক হবে—সমগ্র বিষয় পরিধিকে ব্যাপ্ত করে যে উপবিভাগগুলি কল্পিত হবে তার মধ্যে যেন অন্য কোনো উপবিভাগের অন্তর্ভুক্তির অবকাশ না থাকে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমে ব্যক্তিত্ব ফ্যাসেটের মূল বিষয় ভেষজবিদ্যার (L) (সি.স.7ম সংস্করণ) প্রথম সারির ক্রমটিকে অনুসরণ করা যাক :

এই অষ্টবর্গকে সহগামী বলা যায়— সবগুলিই নরদেহ সংক্রান্ত। এর ভিত্তিস্বরূপ একটি বৈশিষ্ট্যই গৃহীত। নরদেহের যন্ত্র ও তন্ত্রসমূহের সবগুলিই এই প্রথম সারির ক্রমের মধ্যে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এই বিধির তাৎপর্য হল যখন বিশ্বজ্ঞানকে বর্গীকরণ করার দরকার হয় তখন কোনো কিছুকেই বাদ দেওয়া চলে না।

(খ) অনন্যতার বিধি (Canon of exclusiveness) : সারিনিবদ্ধ বর্গের অন্তর্ভূত বর্গগুলি সর্বদা সর্বতোরূপে অনন্য হবে। এই বিধি অনুযায়ী একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটিই বর্গ কল্পিত হবে। আসল কথা সারিনিবদ্ধ বর্গগুলির সবগুলিই হবে পুরোপুরি স্বতন্ত্র। কোনো একটি সীমা কখনোই লঙ্ঘিত হবে না। অব্যবহিত উচ্চতর বর্গ থেকে একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যদি উপবর্গগুলি নির্ণীত হয় তাহলে এই পারস্পরিক সীমা অতিক্রমণের ঘটনা ঘটে না। উদাহরণ দেওয়া যাক—'ছাত্র' নামক বিশ্বজ্ঞানকে ভাগ করা যায় লিঙ্গ, বয়স, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি অনুযায়ী। যদি একই সঙ্গে একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয় তাহলে বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটবে।

এতে যা ঘটবে তা হল সঙ্কর বর্গীকরণ বা ক্রম ক্লাসিফিকেশন। অর্থাৎ একই বৈশিষ্ট্যসূচক সত্তা থেকে যাচ্ছে দুটি বর্গের মধ্যে।

কিন্তু যদি দুটি বৈশিষ্ট্য পর্যায়ক্রমে প্রযুক্ত হয় তাহলে পাওয়া যায়:

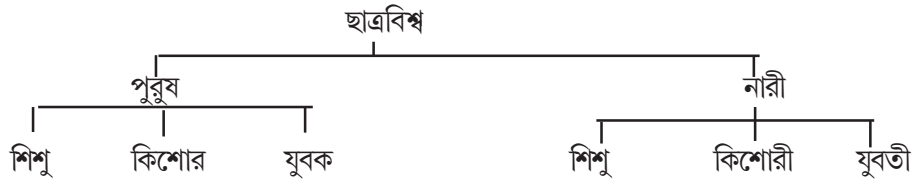

(গ) সহায়কক্রমের বিধি (Canon of helpful sequence) : সারিনিবদ্ধ বর্গের পরম্পরা ও পর্যায়নিবদ্ধ আইসোলেটগুলির পর্যায় সর্বদাই হবে সহায়ক। এই পরম্পরার সহায়ক সামর্থ্য নির্ণীত হয় কতকগুলি নীতির দ্বারা। এই নীতিগুলির আলোচনা পরবর্তী এককে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(ঘ) সঙ্গতিপূর্ণক্রমের বিধি (Canon of consistent sequence) : বিভিন্ন সারিতে যখন সদৃশ বর্গসমূহ কিংবা পর্যায়ী আইসোলেট বা বিশ্লিষ্ট ধারণাগুলি সংকুলান হয় তখন এই পরম্পরা সর্বদাই হবে সমান্তরাল—অবশ্য এই সমান্তরলতা যদি অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের প্রতিকূল না হয়। বিধিটি সময় এবং মানসিক শ্রমের দিক থেকে যথেষ্ট সাশ্রয় ঘটায়। তাছাড়া বর্গাকার এবং ব্যবহারকারী উভয়েই অনেক কিছু মনে রাখার দায় থেকেও অব্যাহতি পান। একটি সারির বর্গগুলি যদি কোনো সারির বর্গসমূহের অনুরূপ হয় উভয় ক্ষেত্রেই সহায়কক্রম প্রযোজ্য হবে।

ভেষজ	মনোবিদ্যা
চক্ষু	দর্শন
কর্ণ	শ্রবণ
ঘ্রাণেন্দ্রিয়	ঘ্রাণ
স্বাদেন্দ্রিয়	স্বাদ
স্পর্শেন্দ্রিয়	স্পর্শ

৪. শৃঙ্খল

বর্গীকরণ পদ্ধতির বর্গশৃঙ্খল পর্যায়ী আইসোলেটের জন্য দুটি বিধি বর্তমান :

(ক) ব্যাপ্তিহ্রাসের বিধি (Canon of decreasing extension) : বর্গশৃঙ্খলের প্রথম থেকে শেষ অবধি অগ্রসর হবার বর্গগভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং বর্গব্যাপ্তি হ্রাস পায়। ব্যক্তি হল পরিমাণবাচক গভীরতা হল গুণবাচক পরিমাপক। একটি দৃষ্টান্ত :

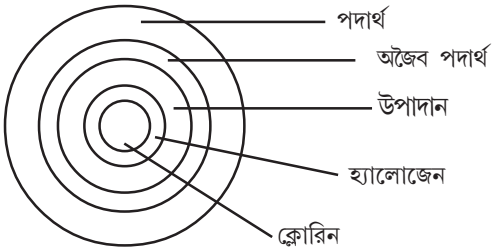

(খ) নিয়মন বা নিয়ন্ত্রণ বিধি (Canon of modulation) : বিষয়ের যে বর্গশৃঙ্খল রচিত হয় সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত। কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতিতে এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি শৃঙ্খল-সূত্রই প্রয়োজনীয়। কোনোটিকেই বাদ দিয়ে সামঞ্জস্যবিধান করা যাবে না। উপরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী প্রথম শৃঙ্খল সূত্র হল পদার্থ এবং শেষ শৃঙ্খলসূত্র হল ক্লোরিন। মধ্যবর্তী শৃঙ্খল সূত্রগুলি হল অজৈব পদার্থ, উপাদান, হ্যালোজেন। এর কোনোটিই প্রক্ষিপ্ত নয়। কাজেই বাদ দেবার উপায় নেই। বাদ দিলে লঙ্ঘিত হবে নিয়মবিধি।

5. সম্বন্ধ পরম্পরা বা ফিলিয়েটারি সিকোয়েন্স বর্গগুলিতে একটি পরম্পরার মধ্যে বিন্যস্ত করা হয় তাদের পারম্পরিক সম্পর্কের নিবিড়তা অনুযায়ী। পারম্পরিক সম্পর্ক দু ধরনের : সহগামী বা সম্বন্বয়ী ও অনুগামী বা অধীনস্থ। এই দুই সম্পর্ক অনুযায়ী সম্বন্ধ পরম্পরার মধ্যে দুটি বিধির উদ্ভব হয়েছে :

(ক) অনুগামী বর্গের বিধি ও (খ) সহগামী বর্গের বিধি।

(ক) অনুগামী বর্গের বিধি (Canon of subordinate classes) : অনুগামী বর্গগুলিকে সাজানো হয় বংশলতিকা সাজানোর মতো।

(খ) সহগামী বর্গের বিধি (Canon of Coordinate classes) : সারিবদ্ধ বিষয়-বর্গের মধ্যবর্তী কোনো দুটি বৃহত্তর সাদৃশ্যসম্পন্ন বর্গের মধ্যে স্বল্প সাদৃশ্যসম্পন্ন কোনো বর্গের আগম ঘটবে না। কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতিতে মূল বিষয় একই সারিতে বিন্যস্ত হবে। তাদের মর্যাদা হবে সহগামিত্বের বা সমপর্যায়ের।

৫.৪.২ বাক্‌তলীয় বিধি (Canons of Verbal Plane)

বর্গীকরণ সারণিতে এমন কোনো পদ বা পরিশব্দ ব্যবহৃত হবে না যার অর্থ অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন কিংবা বিভ্রান্তিমূলক। যথাযথরূপে বিষয় বর্গের অর্থপ্রকাশক শব্দই নির্বাচনযোগ্য। এ মর্মে রঙ্গানাথন চারটি বিধি প্রণয়ন করেছেন :

1. প্রসঙ্গবিধি (Canon of Context) : বহু বর্গের মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যখন একই পদ ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটে তখনই এই বিধি প্রযুক্ত হয়।

2. ক্রমউল্লেখিত বিধি (Canon of enumeration) : বর্গীকরণ পদ্ধতিতে কোনো পদ নির্বাচন করতে হবে শৃঙ্খলাবদ্ধ নিম্নাবস্থিত বর্গের অর্থপরিধির আলোকে।

3. সাম্প্রতিকতার বিধি (Canon of Currency) : বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়নের সময় শব্দার্থের সাম্প্রতিকতার ব্যবহারকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

4. নৈর্ব্যক্তিকতার বিধি (Canon of ratiaence) : কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সমালোচনামূলক শব্দ বা ব্যক্তিগত মতামতের পরিচয়বহ কোনো শব্দ ব্যবহৃত হবে না। ডিভিসি-তে 'মেজর' এবং 'মাইনর' লেখক পদ প্রয়োগে এই বিধি লঙ্ঘিত।

৫.৪.৩ সাংকেতিক চিহ্নতলীয় বিধি (Notational Plane)

সাংকেতিক চিহ্নতলে রঙ্গানাথন 24টি বিধির নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিধিগুলি চারটি বিভাগে বিভক্ত :

1. মূলগত বিধি (Basic Canons) (12টি বিধি)

2. স্মৃতিসহায়ক (Memories) (5টি বিধি)

3. ক্রমবর্ধমান বিষয় বিশ্ব (Growing universe) (4টি) : রঙ্গানাথন বলেছেন সাংকেতিক চিহ্নের গ্রহণক্ষমতা না থাকলে নতুনকে বরণ করা যায় না। গতিশীল জ্ঞানের রাজ্যে এই গ্রহণক্ষমতাকে তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন—সমপদস্থ বিভাগের মধ্যে স্থান সংকুলান (Hospitality in array) এবং অধীনস্থ বিভাগ বা উপবিভাগের মধ্যে স্থান সংকুলান (Hospitality in Chain)।

4. গ্রন্থবর্গীকরণ (Book classification) (3টি বিধি) : কলনম্বর সংগঠিত হয় তিনটি উপাদানের সমবায়ে—1. বর্গসংখ্যা 2. গ্রন্থসংখ্যা 3. সংগ্রহ সংখ্যা।

রঙ্গানাথন প্রণীত বিধিগুলি গ্রন্থাগারের গ্রন্থ বর্গীকরণের ক্ষেত্রে এইভাবেই এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করেছে। বর্গীকরণের ক্ষেত্রে একটা সুষম সামঞ্জস্য এল। বর্গকার এবং বর্গীকরণ তত্ত্ববিদরা রঙ্গানাথনের দৌলতে সহজে পেয়ে গেলেন এক দুর্লভ নির্দেশিকাগুচ্ছ।

৫.৫ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

১। সেয়ার্সের বর্গীকরণ বিধির তত্ত্বগুলি আলোচনা করুন।

২। রঙ্গানাথন কতগুলি বিধির উদ্ভাবন করেছেন ?

৩। রঙ্গানাথনের অনন্যতার বিধি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৪। নিয়ন্ত্রণ বিধি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. Bavakutty, M. : Canons of library classification, Trivandrum, Kerala Library Association, 1981

২. Kaula, P. N. : A Treatise on classification, New Delhi, Sterling, 1985

৩. Ranganathan. S. R. : Prolegomena to library classification. 3rd ed. Bombay. Asia Publishing House. 1967